প্রেস রিলিজ

বর্তমানে রাজ্যে B.S.F. ও Assam Rifles-র ৫টি ও বেসরকারী স্তরে ৩৮টি সহ সর্বমোট ৪৩ টি রান্নার গ্যাসের এজেন্সী আছে । উক্ত এজেন্সীগুলিতে বর্তমানে মোট ৩.৪০ লক্ষ নথীভূক্ত ভোক্তা আছেন এবং এই নথীভূক্ত গ্রাহকদের এল.পি.জি. সিলিন্ডার দিতে বর্তমানে মাসে গড়ে ২৯০০ মে.টন্ অর্থাৎ ২.০৪৩২৬টি গ্যাস সিলিন্ডারের প্রয়োজন ।

রাজ্যের দুটি রান্নার গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার কারণে সিধাই মোহনপুর অন্তর্গত কলাগাছিয়ার বটলিং প্ল্যান্টটি বিগত নভেম্বর,২০১৩ ইং থেকে বন্ধ হয়ে যায় । এখানে উল্লেখ্য যে, গত নভেম্বর,২০১৩ ইং থেকে একমাত্র বিশালগড় বটলিং প্ল্যান্ট থেকে উত্তর ও ঊনকোটি জেলা বাদে সমগ্র রাজ্যের চাহিদা এবং শিলচর বটলিং প্ল্যান্ট থেকে উত্তর ও ঊনকোটি জেলার চাহিদা পূরন করা হচ্ছে । অর্থাৎ, রাজ্যের রান্নার গ্যাসের পুরো চাহিদার ৮৪ শতাংশ বিশালগড় বটলিং প্ল্যান্ট থেকে এবং বাকী ১৬ শতাংশ শিলচল বটলিং প্ল্যান্ট থেকে সরবরাহ করার কথা। কিন্তু IOCL থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বিগত ৪(চার) মাসে রাজ্যে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ এবং মাসিক ঘাটতির পরিমান নিম্নরূপ :-

মাসের নাম	মাসিক চাহিদা (According to 60% bench-mark)	LPG Truck Loads সরবরাহের পরিমান		মোট সরবরাহের পরিমান	ঘাটতির পরিমান
		বিশালগড়	শিলচর		
জানুয়ারী,১৪	৬৮৩ ট্রাক	৪৪১	৭৫	৫১৬	১৬৭
ফেব্রুয়ারী,১৪	৬৮৩ ট্রাক	৪৮৩	৮৪	৫৬৭	১১৬
মার্চ,১৪	৬৮৩ ট্রাক	৫২০	১০২	৬২২	৬১
এপ্রিল,১৪	৬৮৩ ট্রাক	৪১২	৯১	৫০৩	১৮০

এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গণবন্টন ব্যবস্থায় গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত (ডোমেস্টিক) রান্নার গ্যাস ভর্তূকী মূল্যে সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারত সরকার "One household, one LPG Connection" অর্থাৎ "এক পরিবার, একটিই এল.পি.জি. সংযোগ" নীতি ঘোষনা করেছে । এই উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে এল.পি.জি. (রেগুলেশন অব সাপ্লাই এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন) অর্ডার সংশোধিত হয়েছে । উক্ত আইন অনুযায়ী, গণবন্টন ব্যবস্থায় একটি এল.পি.জি. সংযোগভূক্ত কোন পরিবার (স্বামী, স্ত্রী, অবিবাহিত সন্তান এবং নির্ভরশীল পিতামাতা যারা একই বসতবাড়ীতে থাকেন বা একান্নবর্তী পরিবার হিসাবে এই রান্নাঘর ব্যবহার করেন) একের বেশী এল.পি.জি. সংযোগ নিতে পারবে না । পাশাপাশি, গণবন্টন ব্যবস্থায় প্রদেয় উক্ত ভর্তূকী-মূল্যেও সুবিধাযুক্ত এল.পি.জি. কেবলমাত্র পরিবারের কোন বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্যের নামে করা যাবে । এই মর্মে ইতোমধ্যেই সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে । বিজ্ঞাপনে এও বলা হয়েছে যে, যে সকল এল.পি.জি. ভোক্তা পাইপজাত প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ রয়েছে অথবা নিচ্ছেন, তাদের উক্ত সংযোগ নেওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে এল.পি.জি. সংযোগটি সারেন্ডার করা বধ্যতামূলক । যদিও ভোক্তা চাইলে ঐ এল.পি.জি. সংযোগটি তেল কোম্পানীকে ফিরিয়ে দিয়ে

"সেফ কাস্টডি" ভাউচার সংগ্রহ করে নিতে পারেন, যাতে প্রয়োজনে যে কোন জায়গায় সংযোগটি পুনরায় চালু করতে পারেন ।

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কর্তৃক রাজ্যে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে অপ্রতুল এল.পি.জি সরবরাহ এবং এক শ্রেণীর অসাধু চক্র কর্তৃক রান্নার গ্যাসের কালোবাজারীর কারণে রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদেয় ভর্তূকীমূল্যের ডোমেস্টিক এল.পি.জি.-র যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে , তার মোকাবিলায় এবং রাজ্যের প্রকৃত ভোক্তাদের কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে । এই উদ্যোগ গ্রহন করার ফলে, আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্র বুকিং ব্যাকলগ কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে । অর্থাৎ, দপ্তর কর্তৃক গঠিত ভিজিল্যান্স কমিটি দ্বারা রাজ্যের বিভিন্ন এল.পি.জি. এজেন্সীগুলিতে তদারকি এবং এল.পি.জি. ব্লু-বুক, রেশনকার্ড ইত্যাদি ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া জারী রাখার ফলে অবৈধ ভোক্তাদের মোটামোটিভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া প্রয়োজনে আরও কিছুদিনের জন্য জারী রাখা হবে । বর্তমানে আগরতলা শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এল.পি.জি. এজেন্সীগুলিতে গড়ে ১০ দিনের ব্যাক-লগ রয়েছে, যা বিগত মাসগুলিতে গড়ে প্রায় ৬০-৬৫ দিনের ব্যাক-লগ ছিল । I.O.C.L কর্তৃক রাজ্যের দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী এল.পি.জি. সিলিন্ডার সরবরাহ যদি স্থীতিশীল থাকে আশা করা যায় আগামী কিছুদিনের মধ্যে বর্তমান বুকিং ব্যাক-লগ মিটে যাবে ।

সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় রাজ্যের সকল অংশের এল পি জি ভোক্তারা যাতে সহজে রান্নার গ্যাস পেতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নবর্নিত নিয়মাবলী মেনে চলতে অনুরোধ জানানো হয়েছে :

১) যেসব পরিবারে (স্বামী, স্ত্রী, অবিবাহিত সন্তান এবং নির্ভরশীল পিতামাতা যারা একই বসত বাড়িতে থাকেন বা একান্নবর্তী পরিবার হিসাবে একই রান্নাঘর ব্যবহার করেন) একাধিক এল পি জি সংযোগ রয়েছে (একই সদস্যের নামে বা অন্য সদস্যের নামে), তারা অতিরিক্ত সংযোগটি সংশ্লিষ্ট এজেন্সীতে 'সারেন্ডার' করবেন । অতিরিক্ত সংযোগটি রাখার একান্তই প্রয়োজন থাকলে, তা গনবন্টন ব্যবস্থার বাইরে ভর্তুকিহীন মূল্যে (Domestic Non-subsidized cylinder-DNSC) রাখা যেতে পারে । এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবারের একমাত্র সংযোগটি যদি একটি সিলিন্ডার যুক্ত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট তেল কোম্পানী / এজেন্সীতে আবেদন করলে ঐ সংযোগটি সাধারন ভাবে সাতদিনের মধ্যে দুই-সিলিন্ডার যুক্ত (Double Bottle Connection) করে দেওয়া হবে । এখানে উল্লেখ্য যে, আইনবিরুদ্ধভাবে কোন পরিবার যদি একাধিক ডোমেস্টিক ভর্তুকি মূল্যের এল পি জি সংযোগ ব্যবহার করেন, তাহলে অতিরিক্ত সংযোগটি 'অবৈধ' হিসাবে বিবেচিত হবে এবং বে-আইনি ভাবে অতিরিক্ত সংযোগ ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোক্তা আইনগত ভাবে দায়ী থাকবেন । পাশাপাশি, MDG-2014 অনুযায়ী এধরনের বে-আইনি সংযোগ (In-eligible connection) প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর বিরুদ্ধেও এজন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের সুযোগ রয়েছে ।

২) এল পি জি অর্ডার ২০০০ এবং সংশোধিত অর্ডার ২০০৯ মোতাবেক বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় কোন 'পরিবার'-কে গনবন্টন ব্যবস্থার অধীন একাধিক এল পি জি সংযোগ দেয়া যেতে পারে । সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিবারের (অন্তত পাঁচজনের বেশি সদস্যক) কোন সদস্য/সদস্যা (যেমন বিবাহিত সন্তান ও তার পরিবার) যদি আইনত প্রমান করতে পারেন যে একই পরিবারভুক্ত বা বাড়িতে একসঙ্গে থেকেও তারা পৃথক রান্নাঘর ব্যবহার করে থাকেন বা পৃথকভাবে থাকেন, তাহলে ঐ সদস্য / সদস্যার জন্য গনবন্টন ব্যবস্থায় পৃথক এল পি জি সংযোগ দেওয়া যেতে পারে । তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তেল কোম্পানী বা রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইনানুগভাবে প্রয়োজনীয় প্রমানাদি দাখিল করতে হবে । এজন্য তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে হলফনামা চাইতে পারেন এবং সরেজমিন তদন্ত করে সিদ্ধান্ত নেবেন । এজন্য পৃথক রেশনকার্ড দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয় ।

৩) অবৈধভাবে হাতিয়ে নেয়া ব্লু-বুক (গ্যাসের বই)-র অপব্যবহার ও কালোবাজারী রুখতে প্রত্যেক বৈধ এল পি জি গ্রাহককে অবিলম্বে তাদের নিজস্ব ব্লু-বুক, রেশন কার্ড ও ভোটার পরিচয় পত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীতে গিয়ে 'ভেরিফিকেশন' করাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক / কর্মীরা প্রত্যেকটি এজেন্সীতে একাজে ভোক্তাদের সাহায্য করছেন ।

৪) যারা এজেন্সীতে গিয়ে নিজেদের সিলিন্ডার সংগ্রহ করেন (Cash & carry), তাদের প্রত্যেকবার নিজস্ব পরিচয়পত্র ও রেশন কার্ড দেখিয়ে গ্যাস সংগ্রহ করতে হবে । যার নামে গ্যাসের সংযোগ রয়েছে, তিনি না যেতে পারলে তাঁর অনুমোদিত যে কেউ তাঁর (আসল ভোক্তার) পরিচয় পত্র ও রেশন কার্ড দেখিয়ে (জেরক্স কপি চলবে না) গ্যাস সংগ্রহ করতে পারবেন ।

৫) যারা হোম-ডেলিভারী পদ্ধতিতে গ্যাস সংগ্রহ করেন, তারা (একবার পরিচয়পত্র ও রেশনকার্ড ভেরিফিকেশনের পর) বর্তমান চালু পদ্ধতিতেই গ্যাস সংগ্রহ করবেন । যারা এখনও হোম ডেলিভারী প্রথা অবলম্বন করেননি, কিন্তু করতে ইচ্ছুক তারা স্ব স্ব এজেন্সীতে আবেদন করবেন এবং হোম ডেলিভারী নম্বর সংগ্রহ করবেন ।

৬) আগরতলা শহরে আপনার প্রতিবেশী কেউ পাইপজাত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেও এল পি জি সংযোগ ব্যবহার করছে বা অন্যভাবে কাজে লাগাচ্ছে এমন তথ্য জানা থাকলে গোপনে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক কার্যালয় কিংবা খাদ্য দপ্তর, গুর্খাবস্তি অফিসে লিখিত ভাবে জানান । কোথাও ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের বে-আইনি মজুতের তথ্য কিংবা বানিজ্যিক কাজে ডোমেস্টিক এল পি জি ব্যবহারের তথ্য থাকলেও গোপনে জানাতে পারেন ।

রাজ্যের বৈধ এল পি জি ভোক্তাদের রান্নার গ্যাস পেতে যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা প্রত্যেকটি এজেন্সীতে ভোক্তাদের পরিষেবা পাইয়ে দিতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছেন । একাজে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনে দপ্তর সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছে ।

এখানে উল্লেখ্য যে, রান্নার গ্যাসের চাহিদা পূরনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে কেন্দ্রীয় তৈল মন্ত্রনালয় ও ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন ।